



কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০১৯



কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।



বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান, এমপি।

গত ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে “কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০১৯” এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনকালে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, বারি’র মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষের পাশে স্থাপিত বিভিন্ন বিভাগের স্টল পরিদর্শন করেন। গত অর্থ বছর যে সকল গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার কারিগরি

অধিবেশন ১৩-১৮ অক্টোবর ২০১৯ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ২১২টি ফসলের ৫৫৮ টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৫২৪ টি অন্যান্য প্রযুক্তিসহ (২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) মোট ১,০৮২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এবং বর্তমানে ২০৭টি ফসলের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, গম, সবজি, মসলা এবং ফল ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্মশালার উদ্বোধনকালে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে আমরা জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বাংলাদেশকে আমরা অন্তত দানা জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবো এবং দারিদ্র কমিয়ে নিয়ে আসবো। ২০১৫ সালের মধ্যেই আমরা দানা জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আপনারা জানেন এই বছর আমাদের ধান উদ্বৃত্ত। সবাই চাচ্ছে কৃষিকে লাভজনক করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনারা কৃষি বিজ্ঞানীরা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন।

তিনি বলেন, আমাদের শুধু ধানের উপর নির্ভরশীল হলে হবে না। অন্যান্য ফসল, ফল-মূল, শাক-সবজি, এগুলো আমাদের আবাদ করতে হবে। আমরা দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। এখন আমাদের পুষ্টিজাতীয় নিরাপদ এরপর পৃষ্ঠা ২



বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান।



সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বারি’র মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।



সম্পাদকীয়

বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যয় এবছরও পালিত হলো বিশ্ব খাদ্য দিবস। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যেই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী।' বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ক্ষুধামুক্ত ও পুষ্টি সমৃদ্ধ দেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি যা ২০৩০ সালে ১৮.৫ কোটি এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২০ কোটি অতিক্রমের সম্ভাবনা রয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে বিগত তিন দশকে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলেও তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে খাদ্য উৎপাদন। যার পরিপ্রেক্ষিতে দানা জাতীয় খাদ্যের যোগানের দিক থেকে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এছাড়া অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বেড়েছে। এ সাফল্যের ফলে ২০১০ সালের দারিদ্র্যের হার ৩১.৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে ২১.৮% এ পৌঁছেছে। বর্তমানে মাথাপিছু গড় আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার। যার ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে বর্তমান অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ২০৩০ সালের মধ্যে তা অর্জনের বিভিন্ন ধরনের সূচক নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে চরম দারিদ্র্যের হার ১২.৯% হতে ৩% এ নামিয়ে আনা, দারিদ্র্যের হার ২৪.৩% হতে ১০% এ হ্রাসকরণ, অপুষ্টির ব্যাপকতা ১৬.৪% হতে ১০% হ্রাসকরণের পদক্ষেপ, অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বিত শিশুর হার ৩৬.১% হতে ১২% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।



এরই মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুসরণে ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এসব জনবান্ধব কর্মপরিকল্পনা সাপেক্ষে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জিত হলে বিশ্ব মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হবে। যার ফলে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত হতে সক্ষম হবে। সেই সাথে এ দেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনসহ জীবনযাত্রার মান অধিকতর উন্নত হবে।

দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। তবে এদেশের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পরিমিত পরিমাণ সবজি ও ফল খাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য পরিকল্পিতভাবে সারা বছর পুষ্টিসমৃদ্ধ শাকসবজি ও ফল চাষের আওতায় আনা দরকার। এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলেই পুষ্টিকর খাদ্য যোগানোর মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ■

বারি উদ্ভাবিত সৌরচালিত উন্নত পৈয়াজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) এর ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহার্ভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (এফএমপিই) কর্তৃক আয়োজিত সৌরশক্তি দ্বারা চালিত উন্নত পৈয়াজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি শীর্ষক কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর স্পেশাল ফান্ড প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা গত ৩০ জুন এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উন্নত পৈয়াজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কম খরচে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পেয়াজের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ, পৈয়াজ পচে যাওয়া কমানো এবং বাজারে ভোক্তাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যে তাজা পৈয়াজ সরবরাহ করা। ■



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি'র মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ।

কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। এই বিবেচনায় আমরা শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করেছি। ধান বা বিভিন্ন ফসল শুধু বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি করলে হবে না। এটাকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করতে হবে। ফলমূল, শাক-সবজির মতো উচ্চমূল্যের ফসল আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির অনেক সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ এটাকে রপ্তানি করতে পারে না। কারণ আমাদের এক্রিডেটেড ল্যাভ নেই। তাই তারা মনে করে এগুলো নিরাপদ না। বিভিন্ন দেশকে বোঝাতে হবে আমাদের এখন থেকে যেসব পণ্য রপ্তানি হবে সেগুলো নিরাপদ। তাই বারি'তে আমরা আন্তর্জাতিক মানের ল্যাভ করার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ জনাব আব্দুল মান্নান, এমপি কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (অব.) ও এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট, এনএআরএস, ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম, সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বাবু লাল নাগ।

কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বারি'র অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বারি'র স্টেকহোল্ডার, পলিসিমেকার, জনপ্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও কৃষিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বারি'র বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ■



পরিদর্শন সংবাদ

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রধান
বিজ্ঞানীর বারি পরিদর্শন

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি
দলের বারি পরিদর্শন



ইউএসএআইডি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বারি'র মহাপরিচালক
ড. আবুল কালাম আযাদ।



ইউএসডিএ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বারি'র মহাপরিচালক
ড. আবুল কালাম আযাদ।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর প্রধান বিজ্ঞানী ড. রবার্ট বেরট্রাম এর নেতৃত্বে ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে অন্যরা ছিলেন ফিড দ্য ফিউচার এর পরিচালক মি. জন স্মিথ-স্ট্রীন, ইউএসআইডি বাংলাদেশ এর খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষিক্ষেত্র বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ড. শহিদুর রহমান ভূঁইয়া, ফিড দি ফিউচার বায়োটেক (পটেটো এবং এগপ্ল্যান্ট) এর বাংলাদেশ সমন্বয়কারী ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন এবং ইউএসআইডি'র অফিস অব দ্য ইকোনোমিক গ্রোথ এর প্রতিনিধি মুহাম্মদ নূরুজ্জামান। ■

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ) এর উচ্চ পর্যায়ের ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ০৩ জুলাই বুধবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন ইউএসডিএ-এর আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ জেসিকা মুজিতাবা ফার্নান্দেজ, ইমানুইলা মুনতানারি স্টিফেনস, এপিএআরআই এর নির্বাহী সচিব ড. রবি খেত্রপাল, ইউএসএআইডি এর প্রতিনিধি মোহাম্মদ শিবলী, ইউএসডিএ-বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শহীদ উদ্দিন আহমেদ। ■

পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ পরিচিতির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে গত ২৯ জুলাই সোমবার দিনব্যাপী "উপকূলীয় ক্ষরাপ্রবণ ও পাহাড়ী এলাকায় ফসল উৎপাদনে বারি উদ্ভাবিত পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৬০ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালা উদ্বোধন করেন বারি'র ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জেবুন নেছা। ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাবের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বাবু লাল নাগ, পরিচালক (পরিচালনা ও মূল্যায়ন) মো. হাবিবুর রহমান শেখ, পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. আবেদা খাতুন, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. এ কে এম শামছুল হক, পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) রইছ উদ্দিন চৌধুরী, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি'র ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জেবুন নেছা।

কেন্দ্র) মোছা. দিলআফরোজ খানম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয়

প্রধান ড. মো. আনোয়ার হোসেন। কারিগরি সেশন পরিচালনা করেন এএসআইসিটি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. কামরুল হাসান। ■



পরিচালকবৃন্দের যোগদান

ড. বাবু লাল নাগ এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান

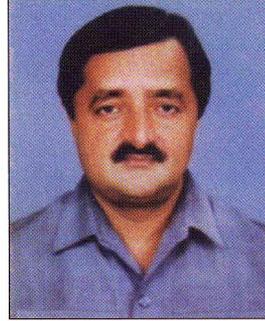
ড. বাবু লাল নাগ গত ২৩ জুলাই ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি পরিচালক



(পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) উইং হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরে এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশালে দায়িত্ব পালন করেন। ড. বাবু লাল নাগ ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশালে ১৩ বছর ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোরে প্রায় ১২ বছর সফলভাবে কৃষকদের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণে কাজ করেন। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তার ৫৭ টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি অসংখ্য বুকলেট/লিফলেট ও ৫০ টির উপর কৃষকের মাঠে হস্তান্তরযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি ডাল, নারিকেল ও পানের জাত উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাছাড়া তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি একজন কৃষিতত্ত্ববিদ। ড. নাগ চার ফসলী শস্যধারা, ৩ ফসলী শস্যধারা, বিভিন্ন শারীরাত্তিক গবেষণা, আণ্ডঃ ও মিশ্র ফসল গবেষণা, আগাছা ব্যবস্থাপনার ক্রম মডেলিং এর উপর কাজ করেছেন। ড. বাবু লাল নাগ লবণাক্ত সহিষ্ণুতার উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দেশে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদান করেন। তাছাড়াও তিনি এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এটিআই), থাইল্যান্ড এ ডাল ও তৈল ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর এক্সপোজার ভিজিট করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুই সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী নড়াইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে তার এই প্রগতির পথে স্ত্রী রীতা নাগ, কন্যা তৃষ্ণা নাগ ও ছেলে অর্পন নাগের অসামান্য ত্যাগ ও ভূমিকা রয়েছে। তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ, বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতি, বাংলাদেশ আগাছা বিজ্ঞান সমিতি এবং বারিসা পরিষদের সদস্য। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসেবে বিএআরআই থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি BJAR Journal,

মো. হাবিবুর রহমান শেখ এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান

মো. হাবিবুর রহমান শেখ গত ২৩ জুলাই ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি



মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় এ কর্মরত ছিলেন।

মো. হাবিবুর রহমান শেখ ১৯৮৭ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে, যশোর-এ যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী এবং আকবরপুর, মৌলভীবাজার এ চাকুরী করেছেন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ এবং উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রেও চাকুরী করেছেন। দেশি-বিদেশি জার্নালে তাঁর ২১ টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ১১ টি বুকলেট/লিফলেট ও অসংখ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। তাছাড়া তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি একজন স্বনামধন্য মৃত্তিকা বিজ্ঞানী এবং 'কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ', 'বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ', 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি' ও 'বাংলাদেশ উদ্যানতত্ত্ব সমিতির' আজীবন সদস্য। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও কনসালটেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ৩(তিন) সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী ১৯৬১ সালের ০১ ডিসেম্বর রাজবাড়ী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে তাঁর এই প্রগতির পথে পিতা, মাতা, ভাই-বোন ও স্ত্রী সৈয়দা আছমা বেগম অসামান্য ত্যাগ ও ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসেবে বিএআরআই থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় ১৯৮৯ ইং সালে তিনি মহাপরিচালক, বিএআরআই কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি দেশের মৃত্তিকা বিজ্ঞান ও কৃষি গবেষণায় অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। ■

Weed Science Journal, SAU, Dhaka, International Journal of Bio Research, BRRI এ Reviwer হিসেবে কাজ করেন। তিনি CIMMYT, FAO, BADC, ICRISAT, ACIAR এবং বিভিন্ন NGO কর্মকাণ্ডের সাথে

ড. মো. মিয়াবুল্লাহীন এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান

ড. মো. মিয়াবুল্লাহীন গত ১৯ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট



টেকনোলজি বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

ড. মো. মিয়াবুল্লাহীন ১৯৮৮ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৩০টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ২০টি বুকলেট/লিফলেট ও ২৫টি শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। তাছাড়া তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি একজন কৃষি প্রকৌশলী এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ও কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সালে পোস্টহারভেস্ট এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও কনসালটেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে জাপান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ভুটান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, শ্রীলংকা ও তুরস্ক ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ৩ সন্তানের জনক এই বিজ্ঞানী ১৯৬২ সালে ০৪ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে তাঁর এই প্রগতির পথে পিতা, মাতা ও স্ত্রী জাকিয়া পারভীন অসামান্য ত্যাগ ও ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সফল বিজ্ঞানী হিসেবে বিএআরআই থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কৃষির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বিশেষ অবদান রেখেছে যা বিএআরআই তথা বাংলাদেশের সকল কৃষি বিজ্ঞানীর গর্ব। ■

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে যা বিএআরআই তথা বাংলাদেশের সকল কৃষি বিজ্ঞানীর গর্ব। ■



পরিচালকবৃন্দের যোগদান

মোছা. দিলআফরোজা খানম এর পরিচালক (তৈলবীজ) হিসেবে যোগদান

মোছা. দিল-আফরোজা খানম গত ২৩ জুলাই ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (তৈলবীজ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি



মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, জীব প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে কর্মরত ছিলেন। মোছা. দিলআফরোজা খানম ১৯৮৭ সালে ১ আগস্ট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের এ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিসেস ডিভিশন (এএসডি), শ্যামপুর, রাজশাহীতে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৯০ সাল হতে উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, টিস্যুকালচার, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ও জীব প্রযুক্তি বিভাগ, বিএআরআই-এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে ২০০১ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তার ২৮ টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং শ্রীলঙ্কা সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। দেশেও তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়ামে যোগদান করেন।

তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএস (উদ্যানতত্ত্ব) ডিগ্রী অর্জন করেন। USAID এর অর্থায়নে ABSP-II এবং FtFBP প্রকল্পে বিটি বেগুন ও টাঙ্গাজেনিক আলু গবেষণার সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের UTFANET এবং BAPNET প্রকল্পের গবেষণার সাথেও সংযুক্ত ছিলেন। তিনি পেশাগত জীবনে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ, বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতি ও বাংলাদেশ প্ল্যান্ট টিস্যুকালচার এবং বায়োটেকনোলজী সমিতির আজীবন সদস্য। মোছা. দিলআফরোজা খানম চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে দুই কন্যা ও এক পুত্রের জননী। ■

কাঁঠালের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ও নিউভিশন সল্যুশন লিমিটেড এর উদ্যোগে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এর অর্থায়নে “কাঁঠালের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন” শীর্ষক প্রকল্পের ইনসেপশন কর্মশালা গত ২১ আগস্ট ২০১৯ ইং তারিখ ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।



কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাবের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) জেবুন নেছা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) জনাব মো. হাবিবুর রহমান শেখ, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসারস এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব এ

এফ এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মিয়াকুদ্দীন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. হাফিজুল হক খান। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী এবং নিউভিশন সল্যুশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারেক রাফি ভূইয়া। ■

মানসম্পন্ন ফুল চাষ শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ



কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের একাংশ।

গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগে কর্তৃক আয়োজিত “মানসম্পন্ন ফুল ও বাহারী গাছ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ উক্ত কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ রুমে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ফুল চাষী, বিক্রেতা ও ফুল চাষে আগ্রহী মোট ৩০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি “বাংলাদেশে অর্কিড, ক্যাকটাস-সাকুলেন্ট ও বাব্ব-করুম জাতীয় ফুলের জাত উন্নয়ন, উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ও মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার কর্মসূচী” প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বারি'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা। ইনস্টিটিউটের ফুল বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কর্মসূচী পরিচালক ড. কবিতা আনজু-মান-আরা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. বাবু লাল নাগ। ■



জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রান্তিকে বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহ

ক্রমিক নম্বর	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
অপ্রধান দানাদার (২টি জাত)					
১	কাউন	বারি কাউন-৪	১৮-০৭-২০১৯	৩.৫-৪.০	<ul style="list-style-type: none">জাতটির কাণ্ড শক্ত ও গাছ তুলনামূলক খাটো; তাই ঝড়-বাতাসে সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়েনাগাছের গড় উচ্চতা ১০৫ সে. মি.জাতটির ফলন রবি মৌসুমে গড়ে ৩.৫৩ টন/হেক্টরহাজার দানার ওজন ২.৫৫ গ্রামজাতটি রবি মৌসুমে ১০৮ দিনে পরিপক্ব হয়
মসলা ফসল (২টি জাত)					
২	পুদিনা	বারি পুদিনা-২	১৮-০৭-২০১৯	১৩-১৬	<ul style="list-style-type: none">ইহা বিরূপ জাতীয় উদ্ভিদ এবং সারা বছর চাষ উপযোগীপাতার দৈর্ঘ্য ৫-৬ সে.মি. ও প্রস্থ ৩-৪ সে.মি.ইহার ফুল সাদা-পার্পল বর্ণেরইহার বংশবিস্তার বীজ, কাণ্ড ও ধাবকের মাধ্যমে করা যায়এই জাতের জীবনকাল ১৩০-১৫০ দিন
৩	শলুক	বারি শলুক-১	১৮-০৭-২০১৯	২.০-২.৪	<ul style="list-style-type: none">এটি শীতকালীন জাতএ জাতের জীবনকাল ১২০-১২৫ দিনগাছের উচ্চতা ১২০-১৩০ সে.মি.প্রতি গাছের আম্বল সংখ্যা ৮০-৯০ টিপ্রতি আম্বলে আম্বল লেটের সংখ্যা ১৪-১৬ টিপ্রতি আম্বল লেটে বীজের সংখ্যা ১১-১৩ টিপ্রতি ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৪.০-৪.২ গ্রাম
ফল (১টি জাত)					
৪	আম	বারি আম-১২	০৮-০৮-২০১৯	২.৮-৩.০	<ul style="list-style-type: none">অধিক নাবী জাত, ফল সংগ্রহের সময় আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরপ্রতিটি ফসলের ওজন ৪৩৫ গ্রাম ও ফল লম্বাটেশাঁস কমলা রংয়ের, শক্ত প্রকৃতির এবং ল্যাংড়া আমের মত সুবাসযুক্তফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮২%, টিএসএস ২৩%
কন্দাল ফসল (১০টি জাত)					
৫	আলু	বারি আলু-৮২	১৯-০৯-২০১৯	৩৩-৪২	<ul style="list-style-type: none">৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করেআলু খাটো ডিম্বাকৃতি, থেকে ও ডিম্বাকৃতি মাঝারি আকারেরআলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদশুক পদার্থ ২০.০৭ (১৭.৫৫-২৪.৮৫)%
৬	আলু	বারি আলু-৮৩	১৯-০৯-২০১৯	৩৭-৪৪	<ul style="list-style-type: none">৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে।আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের।আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ।শুক পদার্থ ১৮.৬৩ (১৬.৮৬-২০.০২)%।



ক্রমিক নম্বর	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
৭	আলু	বারি আলু-৮৪	১৯-০৯-২০১৯	৩৬-৪৩	<ul style="list-style-type: none"> আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদ। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ -১৮.৭২ (১৫.৯৭-২১.৬৮)%।
৮	আলু	বারি আলু-৮৫	১৯-০৯-২০১৯	৩৮-৪৬	<ul style="list-style-type: none"> আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং লাল, শাঁসের রং হলুদ। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৭.৮০ (১৪.৬৪-১৯.৭২)%।
৯	আলু	বারি আলু-৮৬	১৯-০৯-২০১৯	৩৮-৪৪	<ul style="list-style-type: none"> আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ।। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৮.০৮ (১৭.০৯-১৮.৭৮)%।
১০	আলু	বারি আলু-৮৭	১৯-০৯-২০১৯	৪৫-৬১	<ul style="list-style-type: none"> ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৯০ (১৭.৫৪-২০.৩৩)%।
১১	আলু	বারি আলু-৮৮	১৯-০৯-২০১৯	৪৩-৫২	<ul style="list-style-type: none"> ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৯.৩০ (১৭.৬৩-২১.২৯)%।
১২	আলু	বারি আলু-৮৯	১৯-০৯-২০১৯	৩৫-৪০	<ul style="list-style-type: none"> আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদ। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৩৩ (১৭.৫৫-১৯.৫৮)%।
১৩	আলু	বারি আলু-৯০	১৯-০৯-২০১৯	৩৮-৪০	<ul style="list-style-type: none"> ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ -১৮.৪৯ (১৭.৫৫-১৯.১২)%।
১৪	আলু	বারি আলু-৯১	১৯-০৯-২০১৯	৩৩-৪১	<ul style="list-style-type: none"> ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্বতা লাভ করে। আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদ। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮০ (১৮.১০-১৯.৯৩৭২)%।





বারি'তে জাতীয় শোক দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এ গত ১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচীর শুরুতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। এ সময় ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দিনব্যাপী কর্মসূচর মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, শোক র্যালী, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এর উপর আলোচনা ও রচনা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর জীবনী ভিত্তিক আলোচনা সভা, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে কোরআন খতম, মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত এবং বিশেষ



বারি'র মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত শোক র্যালি।

প্রার্থনা। ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর জীবন ভিত্তিক আলোচনা সভা ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড.

বাবু লাল নাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আব্দুল ওহাব, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) জেবুন নেছা, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) মো. হাবিবুর রহমান শেখ। ■

কৃষিতে জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে: কৃষি সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান বলেছেন, “দেশের কৃষিকে বাঁচাতে হলে ফসল উৎপাদনে কৃষকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে কৃষিতে জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়াতে হবে।” গত ০৫ অক্টোবর ২০১৯ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পের দিনব্যাপী ইনসেপশন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষক প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■



কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ড. আবুল কালাম আযাদ
 মুখ্য সম্পাদক : ড. মো. মিয়াবুল হক
 সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
 সহযোগী সম্পাদক : মো. আল-আমিন
 আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার



প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
 ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮
 ডিজাইন ও মুদ্রণে : রীতা আর্ট প্রেস
 ১৩/ক/১/১, কে এম দাস লেন, ঢাকা
 ফোন : ৯৬৪৫৪০, ৪৭১১২৭৫৬

